JUN. 23 2002

ভোরের কাগজ

বাজেটে বরাদ্দ না থাকায় আন্দোলনে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীরা

কাগজ প্রতিবেদক : প্রস্তাবিত ২০০২-২০০৩ বাজেটে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য জোট সরকার প্রতিশ্রুত বরাদ্দ না রাখায় বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাকবিশিস দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাকবিশিস সভাপতি ড. ম আখতারুজ্জামান বলেন, ক্ষমতায় আসার পর গত ৮ মাসে জোট সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য কিছুই করেনি এবং কিছু করার লক্ষণও নেই। এ জন্য প্রস্তাবিত বাজেটেও কোনো বরাদ্দ নেই বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য। এ অবস্থায় শিক্ষকরা বসে থাকবে না। ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষকরা আন্দোলন কর্মসূচিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আজ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির শুরু হলো।

বাকবিশিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এস এ বারী। উপস্থিত ছিলেন সমিতির নেতা অধ্যাপক ড. রঙ্গলাল সেন, অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার, অধ্যাপক হোসনে আরা আক্তার, অধ্যাপিকা নুরজাহান বেগম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ১ অক্টোবরের নির্বাচনের আগে বর্তমান জোট সরকার বক্তৃতা বিবৃতি ও নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা ক্ষমতায় গেলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বর্তমান প্রদত্ত ৯০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগে উন্নীত করবেন, পৃথক 'শিক্ষক কমিশন' গঠন করবেন এবং বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশন প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগই নেই সরকারের।

নেতৃবৃন্দ বেতন অনিয়মিতভাবে প্রদানের প্রসঙ্গ এনে প্রশ্ন করেন, সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় কম বেতন দিয়ে এবং ৬ মাসে-৩ মাসে অনিয়মিত বেতন দিয়ে সরকার শিক্ষকদের কাছ থেকে যথার্থ সেবা আশা করেন কিভাবে?

নেতৃবৃন্দ ২০০০ সালের ২৪ আগস্ট প্রণীত ৯ দফা চুক্তিনামা বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও চিকিৎসাভাতা ১৯৯৭ সালের প্রবর্তিত জাতীয় স্কেল অনুসারে প্রদান করতে হবে।

বক্তারা এছাড়া শিক্ষকদের অধিকার, কর্তব্য ও মর্যাদা বিষয়ক ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালের ইউনেস্কো আইএলও সনদের সংশ্লিষ্ট ধারার বাস্তবায়ন, ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসন মূলক গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন এবং অভিন্ন ধারার বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ মোট ১৫টি দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জেলা প্রশাসনের সচেতনতা কর্মসূচি এর শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করা হবে। এরপর বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বেসরকারি শিক্ষকরা।